কীভাবে আল্লাহর প্রিয় হবো?

বই	কীভাবে আল্লাহর প্রিয় হবো?
মূল	শাইখ খালিদ আল-হুসাইনান ﷾
অনুবাদ ও সম্পাদনা	হাসান মাসরুর
প্রকাশক	মুফতি ইউনুস মাহবুব

কীভাবে আল্লাহর প্রিয় হবো?

শাইখ খালিদ আল-হুসাইনান

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন

কীভাবে আল্লাহর প্রিয় হবো?

শাইখ খালিদ আল-হুসাইনান

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
জুমাদাল উখরা ১৪৪০ হিজরি / ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ৪৫৫ টাকা

RUHAMA PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

মুমিনমাত্রই আমরা আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই। সেসব আমল করতে চাই, যেসব আমলের মাধ্যমে সহজে তাঁর ভালোবাসা লাভ করা যায়। দয়াময় মহান প্রতিপালক তাঁর পছন্দনীয় বহু আমল এবং আমলকারীদের কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তিনি সবরকারীদের ভালোবাসেন, তিনি ইহসানকারীদের ভালোবাসেন, তিনি মুকাতিলদের ভালোবাসেন। তিনি ভালোবাসেন মুজাহিদদের, তাওবাকারীদের, পবিত্রতা অর্জনকারীদের...। হাদিস শরিফেও রাসুলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় অনেক আমলের কথা আমাদের জানিয়েছেন। আল্লাহর প্রিয় হতে চাইলে এসব আমল করার প্রতি অবশ্যই আমাদের যত্নবান হতে হবে।

প্রিয় পাঠক, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে—যা শাইখ খালিদ আল-হুসাইনান ﷺ রচিত 'কাইফা নারতাকি ফি মানাজিলিস সায়িরিনা ইলাল্লাহ' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ—পবিত্র কুরআন ও হাদিস থেকে আহৃত এমনই অনেক আমল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে বিবৃত হয়েছে পুণ্যবানদের বহু অমূল্য বাণী—যা আমাদের হৃদয়কে আল্লাহর স্মরণে বিগলিত করবে। আমাদের অভিমুখী করবে দয়াময়ের দিকে। এর থেকে আমরা জানতে পারব, আখিরাতে উঁচু মর্যাদা লাভের বেশকিছু উপায় সম্পর্কে।

বলে রাখা ভালো, মূল গ্রন্থে যেসব আয়াত ও হাদিসের আলোচনা এসেছে, অনুবাদ গ্রন্থে তা আমরা রেফারেন্সসহ উল্লেখ করেছি। আর সালাফ ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের বাণীসমূহ উল্লেখ করেছি মূল গ্রন্থের অনুরূপ উৎসের নাম ব্যতিরেকে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রয়াসটুকু কবুল করে নিন। এর দ্বারা পাঠকদের উপকৃত হওয়ার তাওফিক দিন এবং গ্রন্থটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম আজর দান করুন (আমিন)।

- হাসান মাসরুর
৩ জুমাদাল উখরা, ১৪৪০ হিজরি।

সূচিপত্র

ভূমিকা ১১
মুমিনের জীবনে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনার গুরুত্ব ১৩
ইচ্ছাশক্তিকে শক্তিশালী করার উপায় ১৬
উন্নতি-প্রত্যাশী ব্যক্তির জন্য আত্মার খোরাক ২১
কোথায় উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ আর কোথায় আমরা? ২৫
আল্লাহর সাথে মুমিনের জীবন ৩৩
অনুগ্রহের পথ কেন রুদ্ধ হয়? ৩৭
পুণ্যকর্ম সম্পাদন সহজ হওয়ার মাধ্যম ৪০
আনুগত্যের কতিপয় যুগান্তকারী ফলাফল ৪৪
হে চিরঞ্জীব, হে অবিনশ্বর সত্তা! ৫৬
বান্দার ওপর আল্লাহর হক ৫৭
গুরুত্বের সাথে নামাজ আদায় ৬৩
সফলতা-প্রত্যাশীদের হৃদয় কেমন হওয়া উচিত? ৬৯
আত্মার পরিচর্যার কতিপয় পদক্ষেপ ৭২
আল্লাহর ভালোবাসা ও নৈকট্য লাভের উপায় ৭৫
প্রকৃত প্রেম ৭৮
আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয়াবলি ৮২
উন্নতির জন্য উত্তম পাঠ পরিকল্পনা ৯৪
দৈনন্দিনের সুন্নাতসমূহ পালনে যত্নশীল হোন ৯৬
দৈনন্দিনের দুআসমূহ পঠনে সচেষ্ট হোন ৯৭
দুনিয়া আখিরাতের শস্যখেত ৯৮
ওই দৃষ্টিনন্দন সুউচ্চ প্রাসাদগুলো কার জন্য? ১০৪
সুরা কাফ-এর আলোকে জান্নাতবাসীদের বৈশিষ্ট্য ১০৭
দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই ১১২
আপনি কি তাদের দলভুক্ত? ১১৫

আল্লাহর দিকেই মনোনিবেশ করতে হবে ১২৭
অতএব, আল্লাহর দিকে ধাবিত হও... ..... ১৩১
অনুপম চরিত্র গঠনের উপায় ১৩৪
লৌকিকতা উদ্দীপক উপাদানসমূহ ১৪০
মুমিনের অতি প্রয়োজনীয় গুণাবলি ১৪৬
কল্যাণের খনিজসমূহের একটুখানি ঝলক ১৪৯
জ্ঞান ও জ্ঞানীদের বিশেষ মর্যাদা ১৫২
আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হতে হবে উচ্চ সংকল্পকারী ১৫৭
মনের বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা কেমন হওয়া উচিত ১৬৯
আল্লাহ ইহসানকারীদের ভালোবাসেন ১৭২
তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা ১৭৭
দৃঢ়পদ থাকার সর্বোত্তম উপায় ১৭৯
বিনয়ী ও অনুগত বান্দা হওয়ার উপায় ১৮৭
কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মর্যাদা ১৮৯
ভেতরকে সংশোধন করুন ১৯২
আপনি সিজদা করুন এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করুন ১৯৭
সময় বাঁচানোর সহজ উপায় ২০২
সত্যবাদীদের সহচর হোন ২০৭
উন্নতির পথে কতিপয় প্রতিবন্ধকতা ২১০
প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে রবের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন ২১৩
আমাদের জীবনে অহেতুক কাজের ছড়াছড়ি ২১৪
গোপন আকাঙ্ক্ষা ও কামনা ২১৭
আল্লাহর সন্তুষ্টিই মুমিনের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ২২১
আল্লাহর সাথে স্বস্তি অনুভবের প্রয়োজনীয়তা ২২৮
আখিরাতের ফসল ফলানোর সুবর্ণ সুযোগ ২৪১
জান্নাত লাভের সহজ উপায় ২৪৫
জাহান্নামের জলন্ত অগ্নি থেকে মুক্তির উপায় ২৬২
নিজ ব্যক্তিত্বের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত ২৬৯
আসমানি লাঞ্ছনা থেকে সাবধান! ২৭৪
দৃঢ় বিশ্বাসের বাস্তব স্বরূপ ২৭৫

ইখলাস (নিষ্ঠা) অর্জনের সহজ উপায় ২৭৯
হে পরকালমুখী অভিযাত্রী থামো! একটু ভাবো! ২৮৫
আল্লাহর রাস্তার শহিদের তাৎপর্য ২৮৬
শহিদের ফজিলত ও সুমহান মর্যাদা ২৯০
কুরআন ও জিহাদের মর্যাদা ২৯৫
সর্বোচ্চ লক্ষ্য ও মহৎ উদ্দেশ্য ২৯৬
মহান রবের সর্বোৎকৃষ্ট বান্দা হওয়ার অন্যতম উপায় ২৯৭
উন্নতির কতিপয় মাপকাঠি ২৯৯
আত্মিক শক্তি অর্জনের প্রয়োজনীয়তা ৩০৪
সার্বিক ক্ষেত্রে পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার প্রয়োজনীয়তা ৩১২
কল্যাণমূলক শিষ্টাচার অর্জনের সহজ উপায় ৩১৬
মুত্তাকিদের বৈশিষ্ট্যাবলি ৩২১
সত্যিকারের মুমিন হওয়ার উপায় ৩৩০
সফলকামদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ৩৩৬
সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের কতিপয় নিদর্শন ৩৪৩
উন্নতির প্রধান প্রধান অন্তরায় ৩৪৭
ভয়ংকর মুহূর্ত ৩৫১
পরিশিষ্ট ৩৫২

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

মানুষ নামক প্রাণীটি কঠোর পরিশ্রম করে, হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে, এমনকি সামর্থ্যের সবটুকু বিলীন করে দিয়ে এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে সাফল্য ও অগ্রগতির শিখরে আরোহণ করার প্রয়াস পায়। অথচ তুচ্ছ এই পৃথিবীর ভিতই গড়ে উঠেছে নানা বাধা-বিপত্তি, রোগ-শোক ও বালা-মুসিবতের ওপর। মানবজাতির আয়ুষ্কাল কত অল্প! ষাট কি সত্তর বছরের ছোট্ট একটি জীবন। সময়ের এই স্বল্প পুঁজিতে চিরসুখের জান্নাতে মর্যাদার শিখরে আরোহণের জন্য তার বলতে গেলে কিছুই করা হয়ে ওঠে না। অথচ আখিরাতের জীবন অনন্ত অসীম; যার কোনো সমাপ্তি নেই।

- বক্ষ্যমাণ রচনাটি হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত কিছু ভাবনা, ইঙ্গিত ও শব্দমালার যোগফল, যা আমি বিচিত্র সব উৎস থেকে সঞ্চয় করেছি। আর যা আল্লাহ আমার অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন, তাও এতে সংযোজন করে দিয়েছি। যাঁরা আল্লাহর পথের পথিকদের সুউচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হতে চায়, এই সংকলনে তাদের জন্য রয়েছে অমূল্য পাথেয়।

- আমি দাবি করব না যে, আলোচ্য বিষয়ের খুঁটিনাটি সবকিছুই এখানে এসে গেছে। বরং বাস্তব কথা হলো, যা সংকলিত হয়েছে, তার তুলনায় অসংকলিত বিষয়াদির পরিমাণই বেশি। আপাতত যেটুকুর ওপরই নিবিষ্ট হয়েছে আমার দৃষ্টি আর যা রেখাপাত করেছে আমার অন্তরে; এটুকুই আমি সাজানোর চেষ্টা করেছি কলমের তুলিতে। পুণ্যের শক্তি আর পাপ থেকে মুক্তি—দুটোই আল্লাহর তরফ থেকে। তিনিই সাহায্যকারী, ভরসা কেবল তাঁর ওপরই।

- ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'মানুষ দুধরনের, উন্নত শ্রেণি ও ইতর শ্রেণি। যে আল্লাহকে পাওয়ার সঠিক পদ্ধতি ও পন্থার সাথে পরিচিত হয়ে গন্তব্যে পৌঁছার পন্থা ও কৌশল অবলম্বন করে, সে উন্নত শ্রেণির—আল্লাহর নিকট সম্মানিত ও মর্যাদাপ্রাপ্ত। আর যে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা তো দূরের কথা, আল্লাহকে পাওয়ার পন্থার সাথে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনটুকুও অনুভব করে না, সে ইতর শ্রেণির—নিন্দিত ও ঘৃণিত। এই শ্রেণির ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ﴾

"আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না।"[১]

- খালিদ আল-হুসাইনান

১. সুরা আল-হজ : ১৮

মুমিনের জীবনে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনার গুরুত্ব

আল্লাহর মদদ ও তাওফিক ব্যতীত মুমিন আখিরাতে মর্যাদার সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে না। মুসল্লিগণ প্রতিদিন সালাতে প্রার্থনা করেন :

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾

'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি, আর তোমার কাছেই সাহায্য চাই।'[২]

তবে অধিকাংশ লোকই 'আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার' সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না। অথচ তা মুমিনের জীবনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, মুমিন আল্লাহর মদদ ও তাওফিক ব্যতীত পার্থিব-অপার্থিব কোনো ধরনের কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে না। আল্লাহই তাঁর কর্মকে সহজ ও সরল করে দেন।

পয়েন্টগুলো ভাবুন :

আল্লাহ তাআলা (আমাদের দুআ শিক্ষা দিয়ে) বলেন :

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾

'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি আর তোমার কাছেই সাহায্য চাই।'

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় শাইখ সাদি ﷺ বলেন, 'অর্থাৎ, ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনার ব্যাপারটি আমরা কেবল আপনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখি। যেন সে বলছে, আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি; অন্য কারও নয়। আপনার কাছেই সাহায্য চাই; অন্য কারও কাছে নয়।

– ইবাদত হলো ওই সব কথা ও কাজ, যা আল্লাহ ভালোবাসেন—তা বাহ্যিক হোক কিংবা আত্মিক।

---

২. সুরা আল-ফাতিহা : ৫

– ইসতিআনাত হলো কল্যাণপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট থেকে মুক্তির ব্যাপারে আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা।

– চিরস্থায়ী সাফল্য অর্জন এবং যাবতীয় অনিষ্ট থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো এই 'ইবাদত' ও 'ইসতিআনাত'। এ ছাড়া নাজাতের ভিন্ন কোনো পথ নেই।

প্রকৃত ইবাদত কীভাবে হবে?

ইবাদত কেবল তখনই প্রকৃত অর্থে ইবাদত বলে গণ্য হবে, যখন তা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে গৃহীত হবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হবে। এ দুইয়ের উপস্থিতিতেই কেবল ইবাদত তার আসল রূপ পরিগ্রহ করবে।

– ইসতিআনাত বা সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টি ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তা পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, ইবাদতকারী তার সকল ইবাদতে আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষী। আল্লাহর সাহায্য না পেলে বান্দার পক্ষে তাঁর হুকুম পালন করা ও হারাম বর্জন করা কখনো সম্ভব হবে না।' (ঈষৎ পরিমার্জিত)

• হাফিজ ইবনে রজব হাম্বলি ﷺ বলেন :

– সৃষ্টিজগৎ ছেড়ে কেবল স্রষ্টার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করার রহস্য হলো, বান্দা নিজের কল্যাণসাধন ও অনিষ্ট দূরীকরণে স্বনির্ভর নয়। দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য অর্জনে আল্লাহ ছাড়া তার কোনো সাহায্যকারী নেই।

– অতএব, আল্লাহ যাকে সাহায্য করেন, সে-ই প্রকৃত সাহায্যপ্রাপ্ত এবং যাকে লাঞ্ছিত করেন, সে-ই অপদস্থ। لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ বাক্যটির আসল অর্থ এটিই। কেননা, এর প্রকৃত মর্ম হলো, বান্দার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে না, ঘটানোর সক্ষমতাও তার নেই—একমাত্র আল্লাহ তাআলা-ই তা করতে পারেন। এটি অমূল্য এক বাক্য এবং জান্নাতের অন্যতম ধনভান্ডার।

– বান্দা তিনটি বিষয়ে আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষী। তা হলো :

ক. নির্দেশিত কর্মগুলো সম্পাদন খ. নিষিদ্ধ কাজগুলো বর্জন ও গ. পার্থিব জীবনে তাকদিরের ওপর সবর করা এবং মৃত্যু, কবরজগৎ ও কিয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ—এসব ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত কেউ বান্দাকে সাহায্য করতে পারে না। আর যে সঠিকভাবে 'ইসতিআনাত' বা সাহায্য প্রার্থনা করবে, কেবল সে-ই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

– রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ

'এমন বস্তুর প্রতি উদ্বুদ্ধ হও, যা তোমার কল্যাণ বয়ে আনে। আর আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো। কখনো অক্ষম হয়ে যেও না।'[৩]

– যে আল্লাহর 'ইসতিআনাত' ছেড়ে দেবে এবং গাইরুল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী হবে, আল্লাহ তাকে যার কাছে সে সাহায্য প্রার্থনা করবে, তার হাতে সোপর্দ করবেন। ফলে সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

– হাসান বসরি ﷺ উমর বিন আব্দুল আজিজকে পত্রযোগে নসিহত করেন, 'গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কোরো না: অন্যথায় তুমি তার হাতে সমর্পিত হবে।'

– জনৈক সালাফ বলতেন, 'হে আমার রব, আমি অবাক হই সে ব্যক্তিকে দেখে, যে তোমার পরিচয় পেয়েও গাইরুল্লাহর আশা রাখে; তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে।'

'ইবাদত' ও 'ইসতিআনাত'-এর বিচারে মানুষের প্রকারভেদ

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'ইবাদত' ও 'ইসতিআনাত'-এর বিচারে মানুষ চার প্রকার :

---

৩. সহিহ মুসলিম : ২৬৬৪

ক. যে আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করে। এ ধরনের লোকদের চূড়ান্ত লক্ষ্য আল্লাহর ইবাদত করা; আল্লাহর কাছে এ জন্য সাহায্য ও তাওফিক তলব করা।

খ. যে ইবাদত ও ইসতিআনাত কোনোটিই করে না। যদি সে কখনো আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়ও, তবে তা চায় নিজের স্বার্থপূরণ কিংবা কুপ্রবৃত্তির তাড়নায়। আল্লাহর হক আদায় কিংবা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নয়।

গ. যে ব্যক্তি ইসতিআনাতবিহীন ইবাদত করে, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল ও ইসতিআনাত না থাকার কারণে তার ইবাদত অপরিপূর্ণ থেকে যায়। তাওয়াক্কুল ও ইসতিআনাতের ঘাটতি অনুপাতে সে ব্যর্থতা, অক্ষমতা ও দুর্বলতার শিকার হয়।

ঘ. যে ইসতিআনাত তো করে, কিন্তু ইবাদত করে না। সে আল্লাহকে লাভ-ক্ষতির একমাত্র মালিক তো মনে করে; কিন্তু তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলে না। সে মূলত আপন স্বার্থ ও কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় আল্লাহর ওপর ভরসা করে এবং তাঁর কাছে সাহায্য চায়। কখনো সে কামনা করে সম্পদ, কখনো চায় ক্ষমতা। এরূপ লোকদের পরিণাম শুভ হয় না।

ইচ্ছাশক্তিকে শক্তিশালী করার উপায়

আল্লাহর প্রিয় হতে আগ্রহী ব্যক্তি যে জিনিসটির প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী, তা হলো ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা; যেন উত্তীর্ণ ব্যক্তি মাত্রই সাবলীলভাবে উক্ত সোপানগুলোতে চলতে পারে এবং কোনো জায়গায় দুর্বলতা হেতু থেমে যাওয়া বা ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ﴾

'হে ইয়াহইয়া, তুমি কিতাবকে খুব শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো।'[৪]

৪. সুরা মারইয়াম : ১২

• ইবনে কাসির ﷺ এর ব্যাখ্যায় বলেন :

'পরিশ্রম, উৎসাহ ও কঠোর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আঁকড়ে ধরো।'

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ

'শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর কাছে দুর্বল মুমিন অপেক্ষা উত্তম ও অধিক প্রিয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত আছে।'[৫]

ইমাম নববি ﷺ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, 'এখানে মূলত শক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অন্তরের দৃঢ়তা ও পরকালের বিষয়াবলিতে বিচক্ষণতা ইত্যাদি। সুতরাং এ গুণের অধিকারীমাত্রই অবধারিতভাবে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবে।

১. এরূপ ব্যক্তি জিহাদের ময়দানে শত্রুর বিরুদ্ধে অধিক অগ্রগামী হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে বের হওয়া ও তাদের অন্বেষণে ধাবমান হওয়ার ক্ষেত্রে অধিক দ্রুতগামী হবে।

২. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে সে হবে খুবই দৃঢ়সংকল্প।

৩. তার মধ্যে থাকবে সব ধরনের দুঃখ, কষ্ট ও নির্যাতনের ওপর সংযম ও ধৈর্যধারণের ক্ষমতা এবং আল্লাহর জন্য অধিক কষ্টক্লেশ কাঁধে তুলে নেওয়ার সক্ষমতা।

৪. সর্বোপরি নামাজ, রোজা, আজকার ও অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে সে হবে অধিক আগ্রহী ও সবার অগ্রগামী। এগুলোর খোঁজে সে থাকবে অধিক তৎপর এবং যেকোনো ইবাদাত-সম্পাদনে অধিক যত্নবান।

৫. রাসুল ﷺ-এর বাণী, (وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ) এর মর্মার্থ হচ্ছে 'দুর্বল ও সবল প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। ইমানের ক্ষেত্রে দুজনেই

৫. সহিহ মুসলিম : ২৬৬৪

মুমিন হওয়ার কারণে। অধিকন্তু দুর্বল ব্যক্তি কিছু ইবাদত কম হলেও তো করেছে, সে হিসেবে শুধু সবলের মধ্যেই কল্যাণ সীমাবদ্ধ নয় বরং দুর্বলের মধ্যেও কল্যাণ নিহিত রয়েছে।'

ইবাদতই শক্তির মূল উৎস

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴾

'আর হে আমার কওম, তোমাদের পালনকর্তার কাছে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতঃপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ করো; তিনি আসমান থেকে তোমাদের ওপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির ওপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন, তোমরা কিন্তু অপরাধীদের মতো বিমুখ হয়ো না।'[৬]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর দাসত্ব করে, তার শক্তি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং যে অলসতা করে, তার দুর্বলতা ও অবসন্নতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।' সারি আস-সাকাতি ﷺ বলেন, 'শক্তির মধ্যে অধিক সুদৃঢ় ও প্রভাব বিস্তারকারী হচ্ছে, যা তোমার অন্তরকে পরাস্ত করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আপন নফসকে দীক্ষাদানে অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে, সে অন্যের আত্মা পরিশুদ্ধ করার ক্ষেত্রে অধিক অক্ষম হবে।'

ইরাদা বা সংকল্প সঠিক হওয়ার চিহ্নসমূহ

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়ার কয়েকটি লক্ষণ হলো :

১. সংকল্পকারীর অভিপ্রায় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিই হওয়া।

২. তাঁর সাক্ষাতের জন্য সদা উদগ্রীব থাকা ও মুলাকাতের প্রস্তুতিতে ব্যাপৃত থাকা।

---

৬. সূরা হুদ : ৫২

৩. এমন সময়ের ওপর ব্যথিত হওয়া ও আক্ষেপ করা, যা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজে অতিবাহিত হয়েছে।

৪. ওই নোংরা কর্মের সাথে নিবিষ্টতার জন্য আফসোস করা।

৫. উল্লিখিত সবকিছুর সমষ্টিগত চিহ্ন হলো, সকাল হোক বা সন্ধ্যা তার স্বপ্ন, উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা সবকিছু যেন মহান প্রতিপালককে ঘিরেই হয়।

ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা ও মনোবল বাড়ানোর উপায়

১. আল্লাহ, তাঁর গুণাবলি, তাকদির ইত্যাদির ওপর ইমান বাড়ানোর উপাদানগুলো শক্তিশালী করা এবং তাঁর ওপর সঠিক ভরসা ও ভালো ধারণা পোষণের উপকরণকে শক্তিশালী ও দৃঢ় করা।

২. নফসের কুপ্রবৃত্তি ও তার নোংরা কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

৩. বিভিন্ন ধরনের ইবাদতে নিজেকে নিয়োজিত রাখা। যেমন, সঠিক নিয়মানুবর্তিতা ও যত্নের সাথে নামাজ পড়া। কেননা, আল্লাহর ভয়, বিনয় ও একাগ্রতার সহিত নামাজ সম্পাদন মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে নফসের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে অনেক শক্তিশালী করে তোলে। তেমনিভাবে রোজাকে অধিক গুরুত্ব ও যত্নসহকারে এবং আল্লাহর কাছ থেকে পুণ্য ও প্রতিদান লাভের আশায় পালন করা। একইভাবে অন্য সকল ইবাদত স্বীয় ইচ্ছাশক্তি দৃঢ়করণের অন্যতম মাধ্যম।

৪. আবশ্যিকভাবে আল্লাহর সমস্ত আদেশের আনুগত্য করা এবং তাঁর নিষেধাবলি থেকে বিরত থাকা। বাধা-বিপত্তি আসার পূর্বে কল্যাণের কাজগুলোর দিকে দ্রুত অগ্রগামী হওয়া। এসব কাজে নিয়তকে পরিশুদ্ধ ও দৃঢ় করা।

৫. মুমিন বিভিন্ন উপায়-উপকরণ অবলম্বন করে নিজের ইচ্ছাশক্তি ও নিয়তের পরিশুদ্ধতাকে শক্তিশালী করতে পারে। যেমন, অধিক হারে আল্লাহর জিকির, কুরআন তিলাওয়াত, বেশি বেশি ইসতিগফার, দুআ ইত্যাদি।

৬. সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভকেই কাজের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানানো। কল্যাণের কাজে ইচ্ছাশক্তি ও সংকল্পকে দৃঢ় করা। তেমনিভাবে আল্লাহর

মহাপুরস্কার জান্নাত লাভ এবং মুত্তাকিদের জন্য তিনি যেসব নিয়ামত বরাদ্দ করে রেখেছেন, সেগুলোর যথাযথ উপলব্ধিও সংকল্পকে বাড়িয়ে দেয়। আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীও সদা অন্তরে স্মরণ ও জাগরূক রাখার মাধ্যমে সংকল্পের ভিত মজবুত করা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. ﴾

'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।'[৭]

৭. কর্মক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় অবলম্বন, নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করা, কাজের সুষম বণ্টন ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা; সর্বোপরি নৈরাজ্য, অস্থিরতা ও অরাজকতা থেকে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বিরত রাখা।

৮. ইচ্ছাশক্তি তথা সংকল্পের দৃঢ়তা বৃদ্ধিকারী বিষয়াদির মধ্য থেকে সৌভাগ্যসূচক 'ফাল' নেওয়াও অন্যতম এবং অশুভ লক্ষণ গ্রহণ থেকে নিজেকে ফিরিয়ে রাখা। তবে শর্ত হলো, সব সময় আল্লাহর ব্যাপারে পূর্ণ সুধারণা পোষণ করা।

৯. ক্রোধের সময় নিজেকে ধরে রাখা, ভারসাম্য রক্ষা করা, অন্য কারও সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে নফসের রুদ্রমূর্তি ধারণের সময় নিজের একঘেয়েমি ও জিদকে দমন করা এবং তা থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

১০. কোনো অঘটন ও বালা-মুসিবতকে সংযমের সাথে হাসিমুখে বরণ করা। হারানো কোনো বিষয়ের জন্য খুব বেশি হতাশাগ্রস্ত না হওয়া এবং এ থেকে সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত থাকা। দুঃসাধ্য ও নাগালের বাইরের বিষয়াবলি অর্জন করার পেছনে না পড়া। তেমনই যা কিছু বাস্তবায়ন অসম্ভব, এরূপ কাজের জন্য অযথা সময় নষ্ট করে তার পেছনে বারবার না দৌড়ানো। (সূত্র : আল-আখলাকুল ইসলামিয়্যাহ)

---

৭. সূরা আন-নাজিআত : ৪০-৪১

উন্নতি-প্রত্যাশী ব্যক্তির জন্য আত্মার খোরাক

আল্লাহর পথের পথিক সেই সব সোনালি মনীষীদের মর্যাদায় আরোহণের জন্য কতিপয় শক্তিবর্ধক রুহানি আহার্য ও স্বতঃস্ফূর্ত পদক্ষেপ গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। যা তার জ্ঞানের প্রবৃদ্ধি ও আখিরাতে আল্লাহর নিকট মহান মর্যাদা লাভের ক্ষেত্রে সহায়করূপে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে।

১. আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা, বিনয়, নম্রতা, সার্বক্ষণিক তাঁর মুখাপেক্ষিতা। সাথে সাথে তাঁর স্মরণ, কৃতজ্ঞতা ও তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদতের জন্য সর্বদা তাঁর কাছে সহায়তার নিবেদন প্রভৃতি মূলত সফলতার চালিকাশক্তি। তাই তো রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নামাজের পর নিম্নোক্ত দুআপাঠে আমাদের উৎসাহিত করেছেন :

اللهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

'হে আল্লাহ, আপনার জিকির, কৃতজ্ঞতা ও উত্তম ইবাদতে আমাকে সাহায্য করুন।'[৮]

- শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ এ জন্যই সর্বদা এই দুআর মাধ্যমে সিজদায় প্রার্থনা করতেন এবং বারবার তা আবৃত্তি করতেন।

২. এই দুআগুলো পাঠে অধিক মনোযোগী হওয়া অর্থাৎ নামাজের ভেতরে কিংবা বাইরে, আপনার ওঠাবসা, গমনাগমন এমনকি আপনি যখন ট্রাফিক সিগন্যালের কারণে দাঁড়িয়ে যান, সর্বত্রই এই দুআগুলোকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন। তেমনিভাবে প্রতীক্ষার বিরক্তিকর মুহূর্তে, আরামদায়ক বিছানায়, কর্মব্যস্ততার ফাঁকে। তাহলে অচিরেই সফলতা আপনার পদচুম্বন করবে। নিম্নে এরূপ কিছু দুআর নমুনা দেওয়া হলো :

﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾

৮. সুনানু আবি দাউদ : ১৫২২

'হে আমাদের প্রতিপালক, দুনিয়াতে আমাদের কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন। আর জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করুন।'[৯]

রাসুলুল্লাহ ﷺ সবচেয়ে বেশি এই দুআ করতেন। এতে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য।

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ

'হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী, আপনার রহমতের অসিলায় আমি আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমার সকল অবস্থা সংশোধন করে দিন এবং আমাকে আমার নফসের সমীপে চোখের পলকের জন্যও সোপর্দ করবেন না।'

রাসুলুল্লাহ ﷺ স্বীয় কন্যা ফাতিমা رضي الله عنها-কে সকাল-সন্ধ্যা এ দুআটি পড়ার জন্য নসিহত করেছিলেন।[১০]

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

'আল্লাহর সাহায্য ছাড়া গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ও ইবাদত করার কোনো শক্তি নেই।'

এই দুআটি জান্নাতের ধনভান্ডারের অন্যতম।[১১] কেননা, এতে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের সব বিষয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনার উত্তম হাতিয়ার।

﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. ﴾

'আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নিশ্চয় আমি জালিমদের অন্তর্গত।'[১২]

---

৯. সূরা আল-বাকারা : ২০১
১০. মুস্তাদরাকুল হাকিম : ২০০০
১১. সহিহুল বুখারি : ৬৩৮৪
১২. সুরা আল-আম্বিয়া : ৮৭

এই দুআর বরকতে আল্লাহ ইউনুস ﷺ কে মাছের পেট থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এই পবিত্র বাক্যে এমন নিগূঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে, যা এটি পাঠে অভ্যস্ত ও এর স্বাদ আস্বাদনকারী ব্যতীত কেউ উপলব্ধি করতে পারে না।

৩. অধিক হারে ইসতিগফার করা। কেননা, ইসতিগফারকারীকে আল্লাহ দুশ্চিন্তা ও সংকট থেকে মুক্তি দেন। এমনভাবে তার রিজিকের ব্যবস্থা করেন, যা সে কখনো কল্পনাও করেনি। তার হায়াতে বরকত দেন। সর্বোপরি এটিই সাফল্য, প্রবৃদ্ধি ও উন্নতির অন্যতম মাধ্যম: যেমনটি কুরআনে এসেছে। সুতরাং কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ইসতিগফারকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা অনুচিত। বরং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে ইসতিগফার যেন আপনার সাথি হয়। সালাফের বাণীতে আছে, আপনার সকাল যেন হয় তাওবারত অবস্থায় আর বিকেলও যেন হয় তাওবারত অবস্থায়।

৪. তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। তাকওয়া মানে আল্লাহর হুকুম পালন করা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকা। সুতরাং যে চায় ইলমের বন্ধদুয়ার তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাক, সে যেন তাকওয়া অবলম্বন করে। কেননা, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾

'আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন।'[১৩]

- তাই তাকওয়া অবলম্বন না করার অনিবার্য খেসারত হচ্ছে ইলমের পথ কণ্টকাকীর্ণ হয়ে যাওয়া ও আল্লাহর পথ থেকে ছিটকে যাওয়া।

৫. জান্নাতের নিয়ামতের বর্ণনা সম্বলিত আয়াত পাঠ করতে থাকা এবং আল্লাহ তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত মুমিন বান্দাদের জন্য যে উপহার প্রস্তুত করে রেখেছেন, তা জানা।

৬. সালাফে সালিহিনের জীবনীগ্রন্থ অধ্যয়ন। তাঁদের সুমহান চরিত্র, আল্লাহভীতি, রবের সাথে নিবিড় সম্পর্ক, দুনিয়াবিমুখতা ইত্যাদি গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করা।

---

১৩. সুরা আত-তালাক : ৪

৭. সফল ও সাহসী লোকদের সংশ্রব গ্রহণ। যাদের সাক্ষাৎ আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কেননা, তাদের সাহচর্য মানুষের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে এবং অনুপম নৈতিক চরিত্র গঠনে আশ্চর্য প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

- ইবনুল জাওজি ﷺ এ বলে দুআ করতেন, 'বাতিলদের সংশ্রব থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

৮. আমলের ফজিলতসংক্রান্ত বইপুস্তক অধ্যয়নে মনোনিবেশ করা। যাতে আল্লাহ তাআলা পুণ্যকর্মের কী প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন, জানা যায়। যা নেক কাজে আগ্রহ বাড়াতে জাদুর ন্যায় কাজ করে।

- একটি প্রজ্ঞাময় বাণী : প্রতিদানের গভীর উপলব্ধি কাজের কষ্ট অনেক কমিয়ে দেয়।

৯. অধিক হারে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় ও তাঁর প্রশংসা করা। আপনার যেকোনো দ্বীনি নিয়ামত অর্জনে এটি স্বীকার করতেই হবে যে, তা একমাত্র আল্লাহর তাওফিকের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾

'তোমরা শুকরিয়া আদায় করলে আমি নিয়ামত আরও বাড়িয়ে দেবো।'[১৪]

- সুতরাং যখন আপনি সফলতার রাজপথে একটু একটু অগ্রসর হতে শুরু করবেন, তখনই আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করবেন; যেন তিনি আপনাকে চূড়ান্ত গন্তব্যের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করান।

১০. কঠোর অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে নিজেকে অভ্যস্ত করে তোলা।

---

১৪. সুরা ইবরাহিম : ৭

- ইবনে কুদামা ﷺ বলেন, 'সবার উচিত নিজেকে কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত করে তোলা। কেননা, যে ব্যক্তি নিজেকে কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতায় অভ্যস্ত করে তুলবে, সে একদিন অবশ্যই এর ওপর বিজয়ী হবে।'

- হে আমার ভাই, আপনি যদি আপনার জীবনে এই নিবেদনটুকু বাস্তবায়ন করেন, তবে ইনশাআল্লাহ, জীবনের অনেক তিক্ত ও জটিল সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাবেন। আর এই মানহাজ বা কর্মপন্থা অনুসরণের মাধ্যমে আপনার কাঙ্ক্ষিত মর্যাদায় আরোহণ করবেন।

কোথায় উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ আর কোথায় আমরা?

আল্লাহ বলেন :

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾

'তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে, অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে।'[১৫]

- প্রখ্যাত মুফাসসির শাইখ সাদি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আল্লাহ তাআলা এই উম্মাহর প্রশংসা করে তাদেরকে মানুষের কল্যাণে নিবেদিত শ্রেষ্ঠতম জাতি বলে ঘোষণা করেছেন; এর কারণ :

- তাঁরা ইমানের সুউচ্চ স্তরে উন্নীত হয়ে আল্লাহর সকল হুকুম বাস্তবায়ন করবে।

- তারা "আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার" তথা "সৎ কাজের আদেশ আর অসৎ কাজের নিষেধ" কর্মসূচির পূর্ণতা বিধান করবে। এই কর্মসূচির আওতায় রয়েছে আল্লাহর দিকে লোকদের আহ্বান,

১৫. সূরা আলি ইমরান : ১১০

দাওয়াতের কাজে পরিপূর্ণ মনোনিবেশ, বিভ্রান্তি, গোমরাহি ও পাপাচার থেকে তাদের নিবৃত্তকরণ ইত্যাদি। এভাবেই তারা মানবকল্যাণে নিবেদিত শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার গৌরব অর্জন করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

"আর সৎ কাজ সম্পাদন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"[১৬]

মুমিনের বৈশিষ্ট্য

উমর ﷺ বলেন, 'মুমিনমাত্রই বিচক্ষণ, কল্যাণকর্মে এগিয়ে যায়, আর অকল্যাণ দেখলে থেমে যায়।'

কল্যাণ কী?

হাসান বসরি ﷺ বলেন, 'জগতের যত কল্যাণ এই দুটি বাক্যে সন্নিবেশিত হয়েছে : ১. নির্দেশিত কার্যাবলি সম্পাদন ২. নিষিদ্ধ কাজগুলো বর্জন।'

সব কল্যাণের ভিত্তিমূল

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'কল্যাণের ভিত দাঁড়িয়ে আছে নিম্নোক্ত বিষয়াবলির ওপর :

- তুমি বিশ্বাস করবে, আল্লাহ যা চান, তা হয় আর যা চান না, তা হয় না।
- নেক কাজ মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ নিয়ামত। তাই তুমি এর জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে এবং এই নিয়ামত অব্যাহত থাকার জন্য বিগলিত চিত্তে প্রার্থনা করবে।
- পাপকর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা ও শাস্তিস্বরূপ। তাই মন্দকর্ম থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে রোনাজারি করবে।

---

১৬. সুরা আল-হজ : ৭৭

- সৎকর্ম সম্পাদন ও মন্দ কাজ বর্জনের ক্ষেত্রে নিজের ওপর নির্ভরশীল না হওয়া।
- পুণ্যবানদের ঐকমত্যে এ কথা প্রমাণিত, সব কল্যাণের উৎস আল্লাহর তাওফিক আর সব মন্দের মূল রহস্য আল্লাহর তরফ থেকে বান্দাকে শাস্তি প্রদান।
- এ ব্যাপারেও তাঁরা একমত যে, তাওফিকের মর্ম হলো, আল্লাহ তোমার জিম্মাদারি তোমার ওপর অর্পণ না করা।
- পক্ষান্তরে লাঞ্ছনা হলো, আল্লাহ তোমাকে তোমার প্রবৃত্তির হাতে ছেড়ে দেওয়া।
- সুতরাং কল্যাণের মূল উৎস তাওফিক আল্লাহর হাতে, এতে বান্দার কোনো দখল নেই।
- আর তাওফিক-লাভের চাবিকাঠি হলো প্রার্থনা, আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতার উপলব্ধি, করুণার প্রত্যাশা আর তাঁর আশা ও ভয় সর্বদা অন্তরে জাগ্রত রাখা।
- যে ভাগ্যবান বান্দাকে উক্ত চাবিটি উপহার দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তার জন্য কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। আর যার ভাগ্যে এই চাবি জুটেনি, তার জন্য রুদ্ধ হয়ে গেছে কল্যাণের সব দরজা।'

জগতের যত কল্যাণ তিনটি কাজে

জুনাইদ বাগদাদি ﷺ এক ব্যক্তিকে নসিহত করতে গিয়ে বলেন, 'জগতের যত কল্যাণ তিনটি কাজে নিহিত রয়েছে :

- দিনের সময়টুকু যদি তোমার কল্যাণে ব্যয় করতে না পারো, অন্তত নিজের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থেকো।
- উত্তমের সাহচর্য যদি অর্জন করতে না-ই পারো, অন্তত মন্দের সংশ্রব বর্জন কোরো।
- ধন-সম্পদ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করতে না পারো, অন্তত অসন্তুষ্টির পথে খরচ কোরো না।'

কল্যাণের স্বরূপ

আলি ﵁ বলেন, 'সম্পদ ও সন্তানের প্রাচুর্য্যে কল্যাণ নেই। প্রকৃত কল্যাণ হলো, আমলে প্রবৃদ্ধি, সহিষ্ণুতায় উন্নতি আর আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ। জগতের যত কল্যাণ দুব্যক্তির একজনের জন্য নির্ধারিত।

এক. যে গুনাহগার তাওবার মাধ্যমে গুনাহকে মুছে ফেলে।

দুই. যে পরকালের কল্যাণের দিকে দুর্বার গতিতে ছুটে চলে আর তাকওয়ায় কমতি করে না। কমতি করবেই বা কীভাবে? তাকওয়া তো আল্লাহর কাছে মকবুল। অর্থাৎ, আল্লাহ যা কবুল করেন, তা কম হতে পারে না। কেননা, আল্লাহ মুত্তাকিদের আমলই কবুল করেন।'

কল্যাণপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত কীভাবে হবে?

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﵁ বলেন, 'তোমরা কল্যাণে অভ্যস্ত হও। কেননা, কল্যাণ অভ্যস্ততা দ্বারা অর্জিত হয়।'

• হে প্রিয় দ্বীনি ভাই,

কল্যাণ তখনই অর্জিত হয়, যখন ব্যক্তি ক্রমশ কল্যাণকর্মে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে তার অন্তর এ কাজে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে শুরু করে। অবশেষে এটি তার ব্যক্তিত্বের অংশ হয়ে দাঁড়ায়, একাকার হয়ে যায় তার জীবন ও চরিত্রের মাঝে। যেমন, মসজিদে নামাজ পড়া। প্রথমদিকে এটি কারও কাছে বেশ কঠিন মনে হয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ক্রমশ সে মসজিদে যেতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কখনো নামাজ ছুটে গেলে সে অস্থির হয়ে যায়, হৃদয়ে কষ্ট অনুভব করে, তার হৃদয় সংকুচিত হয়ে পড়ে। এটি মূলত তাঁর অন্তরে প্রাণের উপস্থিতির আভাস।

কল্যাণপ্রাপ্ত মনীষীদের উপদেশ

আওন বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ বলেন, 'আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ এই বাক্যগুলো দ্বারা নসিহত করতেন :

- যে পরকালের ফিকিরে মগ্ন থাকে, তার দুনিয়ার জিম্মা আল্লাহর হাতে।
- যে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ে রাখে, আল্লাহ বান্দার সঙ্গে তার সম্পর্ক জুড়ে দেন।
- যে তার গোপন অবস্থা সুন্দর করে নেয়, আল্লাহ তার বাহ্যিক অবস্থা সংশোধন করে দেন।'

কল্যাণের উপকরণ

রাসুল ﷺ এমন অনেক আমলের সন্ধান দিয়েছেন, যা মানুষের সমূহ কল্যাণ বয়ে আনতে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে :

• প্রথমে সালাম দেওয়া

আবু আইয়ুব আনসারি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

'কোনো মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক সময় সম্পর্ক ছিন্ন রাখা বৈধ নয়। দুজনের সাক্ষাৎ ঘটলে একজন একদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, অন্যজন আরেকদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। উভয়ের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে প্রথমে সালাম দেয়।'[১৭]

• পরিচ্ছন্ন হৃদয় ও সত্যবাদী জবান

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ، قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ، نَعْرِفُهُ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ، لَا إِثْمَ فِيهِ، وَلَا بَغْيَ، وَلَا غِلَّ، وَلَا حَسَدَ

১৭. সহিহ মুসলিম : ২৫৬০

'রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম?" তিনি বললেন, "প্রত্যেক বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী সত্যভাষী ব্যক্তি।" সাহাবায়ে কিরাম ﷺ বললেন, "সত্যভাষীকে তো আমরা চিনি, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী কে?" তিনি বললেন, "সে হলো পূত-পবিত্র, নিষ্কলুষ মানুষ, যার কোনো গুনাহ নেই, নেই কোনো শত্রুতা, হিংসা ও বিদ্বেষ।"'[১৮]

• **দীর্ঘ জীবন ও সুন্দর আমল**

আব্দুল্লাহ বিন বুসর ﷺ থেকে বর্ণিত :

أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ

'এক বেদুইন বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, মানুষের মধ্যে উত্তম কে?" তিনি বললেন, "যে দীর্ঘ জীবন লাভ করে এবং তার আমল সুন্দর হয়।"'[১৯]

• **মানুষ চরিত্রের খনি**

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا، وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الْأَمْرِ، أَكْرَهُهُمْ لَهُ، قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَتَجِدُونَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ

'মানুষকে তোমরা পাবে খনিজ ও গুপ্তধনের ন্যায়। অতএব জাহিলি যুগে যারা উত্তম ছিল ইসলামে এসেও তারা উত্তম, যদি তাদের দ্বীনি বুঝ অর্জিত হয়। আর তোমরা এতে উত্তম ব্যক্তি দেখতে

১৮. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২১৬
১৯. সুনানুত তিরমিজি : ২৩২৯